আজকের কাগজ

তারিখ 10 JAN 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

02

অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আবারো স্থগিত

সারা ভারতে দাঙ্গা পরিস্থিতির অবনতিতে নরসীমার ঢাকা সফর বাতিল

কাগজ প্রতিবেদক ঃ সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন দ্বিতীয় বারের মতো অনির্ধারিত সময়ের জন্যে স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স কক্ষে সচিব রিয়াজ রহমান সাংবাদিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে এ সিদ্ধান্ত জানান।

তিনি বলেন, ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, পূর্ব নির্ধারিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ১৩ ও ১৪ জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও উপস্থিত হতে পারবেন না। ভারতীয় পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্সের কেবিনেট কমিটি এ সিদ্ধান্ত ৮ জানুয়ারি শুক্রবার গভীর রাতে নেয়। এ ছাড়াও বাংলাদেশকে জানানো হয়, ভারতে এক্সটারনাল এ্যাফেয়ার্সের প্রতিমন্ত্রী আর এল ভাটিয়া তার পূর্বের সফরসূচি অনুযায়ী ১০ জানুয়ারি ঢাকায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও না আসার কারণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন। আশা করা যাচ্ছে অন্যান্য সার্ক দেশগুলোতেও রাও বিশেষ দূত পাঠাবেন।

রিয়াজ রহমান বলেন, সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের এবারের তারিখ পেছানোর কারণ হচ্ছে গোটা ভারতে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি। যার ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও সার্কে উপস্থিত থাকতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। যেহেতু সার্ক চার্টার অনুযায়ী সদস্যভুক্ত কোনো সরকার প্রধান অনুপস্থিত থাকলে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। তিনি এও বলেন ভারত শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রানাসিংগে প্রেমাদাসা বর্তমান চেয়ারম্যানের কাছে সার্কের কর্মপ্রক্রিয়া অনুযায়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাও-এর সম্মেলনের উপস্থিত থাকতে না পারার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন। ৭ম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের পরবর্তী নতুন তারিখ নির্ধারণের জন্যে ভারতের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষার আহবান জানানো হয়েছে।

রিয়াজ রহমান বলেন, পূর্ব নির্ধারিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বৈঠকে যোগদানের জন্যে ইতিমধ্যে অনেকেই ঢাকা চলে এসেছেন। যদিও বাংলাদেশ অন্যান্য সকলকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি জানিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি বাংলাদেশের ছিলো। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সার্ক-এ উপস্থিত থাকার জন্যে কোনো অতিথির মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা বাংলাদেশ বিধান করেছিলো। রাওকে ঘেরাও করা হবে মৌলবাদীদের এ হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে এ অবস্থা কি-না জানতে চাওয়া হলে রিয়াজ তা নাকচ করে দেন।

তিনি সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের দুঃখ ও হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সার্কের বৃহত্তর স্বার্থে প্রথমবার শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হওয়ার পরও ১৩ ও ১৪ জানুয়ারিতে পুনঃনির্ধারিত শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্যে বাংলাদেশ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো।

এদিকে ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেওয়ান সেরিং ঢাকা পৌঁছে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বলেন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, নির্ধারিত শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক আগে অথবা অনুষ্ঠানের সময় কোনো সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান অসুস্থ হয়ে অথবা দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্যে ঐ সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আসতে নাও পারেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে শীর্ষ সম্মেলন যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার জন্যে নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, ইতিমধ্যে গত বছর কলম্বোয় অনুষ্ঠিত সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, শীর্ষ সম্মেলন পুনরায় স্থগিত হয়ে যাওয়ায় তিনি এ সুযোগে বাংলাদেশী প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে আলোচনা করবেন।

বিমানবন্দরে ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

গতকাল কলম্বোয় সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আভ্যন্তরীণ সমস্যায় ব্যস্ত থাকায় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও যোগ দিতে না পারার কারণে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগগির শ্রীলংকা সফর করবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ডো ফ্যালেইরো শীর্ষ সম্মেলনের নতুন তারিখ নির্ধারণের জন্যে সার্কের বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রানাসিংগে প্রেমাদাসার সঙ্গে আলোচনা করার লক্ষ্যে আজ কলম্বো পৌঁছবেন।